International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

তন্ত্রতত্ত্ব ও শক্তিসাধনায় যৌনবাসনার ঊর্ধ্বায়ন

ড. তপোব্রত ভাদুড়ি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার বিবিধ মার্গের মধ্যে সুপ্রাচীন একটি পন্থা হল তন্ত্র। তন্ত্রতত্ত্বের মূল লক্ষ্য শক্তিসাধনা ও কুণ্ডলিনীর জাগরণ। তন্ত্রে মন্ত্রদীক্ষা ও গুরুনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যৌনবাসনার উদ্‌গমন ঘটিয়ে শিবশক্তির সামরস্য সুখ অর্জনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রের আর-এক নাম প্রবৃত্তিমার্গ। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে সহজাত কামপ্রবৃত্তির অবদমনের পরিবর্তে তার উন্নয়ন ঘটিয়ে দিব্যানন্দ লাভই তন্ত্রসাধনার মূল কথা। তান্ত্রিক সাধনমার্গে নারী সাধনসঙ্গিনী ও দেবীরূপে আরাধ্যা। তন্ত্রসাধকের সমুন্নত অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নারীমাত্রেই বিশ্বপ্রসবিনী জগন্মাতার প্রতিভূ। সেই পরাশক্তির কৃপা লাভ করে জীবস্বভাবকে সংযত ও ঊর্ধ্বায়িত করে অন্তর্নিহিত শিবস্বরূপের পূর্ণ উদ্বোধন ঘটানোই তন্ত্রসাধকের পরম পুরুষার্থ।

সূচক শব্দ – তন্ত্র, তান্ত্রিক সংস্কৃতি, শক্তিসাধনা, বামাচার, বীরাচার, কৌলমার্গ, প্রবৃত্তিমার্গ

ভূমিকা

নরনারীর দেহসম্ভোগবাসনাকে যে শুদ্ধ ও সংযত করে স্থূল জৈব প্রবৃত্তির অনেক ঊর্ধ্বে মহত্তম ভাবোপলব্ধিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, এই চিন্তাধারা প্রাচীন ভারতে শুধুমাত্র পণ্ডিত ও দার্শনিকদের শুষ্ক বিচারবিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও এই ধারণা গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃতি পেয়েছিল। হ্যাভলক এলিস তাঁর ‘Sex in Relation to Society’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : ‘In India, although India is the home of the most extreme forms of religious asceticism, sexual love has been sanctified and divinized to a greater extent than in any other part of the world. ... The sexual act has often had a religious significance in India, and the minutest details of the sexual life and its variations are discussed in Indian erotic treatises in a spirit of gravity, while nowhere else have the anatomical and physiological sexual characters of women been studied with such minute and adoring reverence. “Love in India, both as regards theory and practice” remarks Richard Schmidt, "possesses an importance which it is impossible for us even to conceive.” ’[১]

ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে দেখা যায়, তন্ত্রেই সর্বপ্রথম প্রবৃত্তি বা ভোগের পথ অবলম্বন করে পরাজ্ঞান লাভ করবার পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। তন্ত্রসাধনা ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির ধারা অতি প্রাচীন। উপেন্দ্রকুমার দাস তাঁর ‘শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগের সমাজেও তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যবহার ছিল। [২] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর ‘তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা’ গ্রন্থে লিখেছেন,

মহেনজোদড়ো হরপ্পা প্রভৃতি প্রাক্‌বৈদিক নগরসভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত মাতৃমূর্তি ও শক্তিমূর্তিগুলি লক্ষ করে মনে হয়, ভারতবর্ষে তন্ত্রপ্রভাবিত শক্তিসাধনার ঐতিহ্যটি বৈদিক যুগেরও পূর্ববর্তী। [৩]

পর্যালোচনা - তন্ত্রমতে জগৎ শিবশক্ত্যাত্মক। তান্ত্রিকরা মনে করেন, মানবদেহের মধ্যেও সহস্রারে ও মূলাধারে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব সূক্ষ্ম আকারে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সাধনার মধ্য দিয়ে মূলাধারে অবস্থিত সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা এবং সহস্রারে অবস্থিত পরম শিবের সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে শিব-শক্তির সামরস্য-সুখ আস্বাদন করাই তন্ত্রসাধকের লক্ষ্য। চরম অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন সাধনপদ্ধতি উপদিষ্ট হয়েছে। 'কুলার্ণবতন্ত্র' মতে এগুলি সাত প্রকার— বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। তন্ত্রে বলা হয়েছে, এগুলির মধ্যে প্রতিটি আচার পূর্বের আচারের তুলনায় প্রশস্ততর। তন্ত্রোক্ত প্রতিটি সাধনমার্গেই পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ ম=কারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে অধিকারী-ভেদে এবং আচার-ভেদে এগুলির তাৎপর্য সম্পূর্ণ আলাদা। [৪]

তন্ত্রে পঞ্চ ম-কার বলতে বোঝায় মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। বীরভাব সম্পন্ন বামাচারী সাধকরা পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চম তত্ত্বটি সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে যোষিৎ নিয়ে সাধনা করেন। [৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'পঞ্চতত্ত্বের মৈথুন তত্ত্বে স্ত্রী অপরিহার্য। এই ব্যাপারে তাঁহার স্থান এত উচ্চে যে, তাঁহাকে সম্মানসূচক শক্তি, প্রকৃতি, ভৈরবী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়। [৬] এই গ্রন্থেরই অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, তান্ত্রিক উপাসনার সাধনসঙ্গিনী হতে পারেন উপাসকের স্বকীয়া, পরকীয়া, অথবা বারবনিতা।' [৭] পঞ্চতত্ত্বসাধনের জন্য তান্ত্রিক সাধক নিজের 'ভৈরবী' বা সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে যে চক্রে মিলিত হন, তাকে বলা হয় 'ভৈরবীচক্র'। ভৈরবীচক্রে নিজ শক্তির সঙ্গে সাধকের দেহমিলন কোনোমতেই দূষণীয় নয়। 'কৌলাবলী নির্ণয়'-এ চক্রকালীন স্ত্রী-সম্ভোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয়েছে, একমাত্র এর দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। [৮]

'Encyclopaedia of Tantra' গ্রন্থে তান্ত্রিক যৌনাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাধু শান্তিদেব লিখেছেন, 'In Tantra, sex-relation has been prescribed as a mean for spiritual progress. It is thus said that a *sadhaka* or spiritual aspirant should take some woman as an associate for his spiritual practices. The woman should be beautiful, should have a clear idea of sex-sentiment and should necessarily be previously enjoyed by others. It is better if the woman is herself a *sadhika* or spiritual aspirant. The practices with women are to be performed at night in some secret place, preferably in a cemetery. Women in menstruation are said to be highly useful for such practices. To speak summarily, a *sadhaka* is advised to worship his female associate and pay offerings of flower, vermilion etc. to her private parts. He is advised also to embrace the woman and kiss and touch all her private parts. And while touching and kissing every part of limb of the woman, the *sadhaka* is directed to mutter mantras or holy words in pre- scribed number. Still closer physical contacts between the *sadhaka* and the female associate are also prescribed. Some Tantras say that if the woman counterpart hankers much for sexual enjoyment, the *sadhaka* should satisfy her accordingly. He is, however advised to perform these acts as offerings to the Divine Mother.' [৯]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থটিতে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির এই বিশেষ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেছেন, 'বামাচার, বীরাচার বা কৌলমার্গ এজন্য পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক।' [১০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইটিতে বামাচারী তন্ত্রসাধনার এই বিপদের জায়গাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'এক সময় ছিল যখন জনসাধারণ তন্ত্রের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি

বিমুখ হইয়া কেবল তান্ত্রিক আচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ফলে, পঞ্চমকারাদি সাধনায় সংযম হারাইয়া তাঁহারা বল্গাহীন অশ্বের ন্যায় প্রবৃত্তিসমূহের চরিতার্থতায় তৎপর হইয়াছিলেন।... তান্ত্রিক আচারের নামে উদ্দাম সম্ভোগ ও কদাচার একসময়ে সমাজদেহকে কলঙ্কিত করিয়াছিল।' [১১]

তন্ত্রের দোহাই দিয়ে ব্যভিচারে মেতে ওঠা এক শ্রেণির আদর্শচ্যুত ও অদীক্ষিত ব্যক্তির সম্পর্কে উপরের এই অভিযোগগুলি অনেকাংশে সত্য হলেও তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক দর্শন সম্পর্কে এ অভিমত নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্রও অন্যত্র স্বীকার করেছেন, 'তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের উপভোগের দ্বারা মানুষকে স্বৈরাচার বা অসংযত আচরণে উৎসাহিত করা হয় নাই। প্রেয়ের মাধ্যমে শ্রেয়কে উপলব্ধি করার সহায়ক হিসেবে পঞ্চতত্ত্ব বিহিত হইয়াছে। সাধক ইচ্ছামতো যে কোনো সময়ে পঞ্চতত্ত্ব উপভোগ করিতে পারেন না। সাধনায় অনেক দূর অগ্রসর হইলে গুরুর সতর্ক নির্দেশে এই তত্ত্বগুলির উপভোগ বিধেয়। পশুভাবাপন্ন সাধক সংযমহীন হওয়ায় তাঁহার পক্ষে পঞ্চতত্ত্বের বিকল্প দ্রব্য বিহিত হইয়াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ যাঁহাদের আছে, সেই বীরাচারী সাধকদের পক্ষে পঞ্চতত্ত্বসাধনার ব্যবস্থা হইয়াছে।' [১২]

বলা বাহুল্য, শরীর ও মনের যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া স্বেচ্ছানুসারে বামাচারী সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া তন্ত্রসাধকের পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর ও গর্হিত। গুরুর উপদিষ্ট পথে কঠোর শৃঙ্খলা ও তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরকে মালিন্যমুক্ত না করতে পারলে এ সাধনায় অধিকার জন্মায় না।

আসল কথা হল, পাশবদ্ধ জীবস্বভাব থেকে পাশমুক্ত শিবস্বভাবে উত্তীর্ণ হওয়াই তান্ত্রিক উপাসনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপূরণের প্রয়োজনেই তন্ত্রসাধক সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করেন। প্রকৃত সাধক নিজের সাধনসঙ্গিনীকে বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তির প্রতিভূ বলে মনে করেন। সুতরাং মহাশক্তিরূপিনী প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের অন্তর্নিহিত শিবস্বরূপকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেই মৈথুন তত্ত্বের চরম তাৎপর্য নিহিত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন, নরনারীর স্থূল কামকেলি এই মিলনের উদ্দেশ্য নয়। রক্তমাংসের দেহসম্ভোগের মধ্য দিয়ে শিবশক্তির অপ্রাকৃত যুগনদ্ধ অবস্থার আনন্দঘন অনুভূতির উদ্দীপনেই এই মিলনের সার্থকতা। সিদ্ধ তন্ত্রসাধক যখন সেই দিব্য অনুভূতি লাভ করে নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁর সমগ্র চৈতন্য পরাজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

তন্ত্রোক্ত 'বামাচার' কথাটির প্রকৃত অর্থ এই সূত্রেই বিচারযোগ্য। 'বামাচার' শব্দের লোকপ্রচলিত সাধারণ অর্থ হল, যে আচারে 'বামা' অর্থাৎ রমণীর সঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'বামাচার' মানে 'বাম' বা বিরুদ্ধ যে আচার। মানুষের জৈবপ্রবৃত্তি স্বভাবতই নিম্নগামী। সেই নিম্নগামী কামপ্রবৃত্তিকে অন্তঃশৌচের দ্বারা পরিশুদ্ধ ও ঊর্ধ্বায়িত করে স্থূল ভোগানন্দকে অখণ্ড দিব্যানন্দে রূপান্তরিত করবার জন্য সাধক এই আচার অবলম্বন করেন বলেই এর নাম 'বামাচার'। এদিক থেকে তন্ত্রের 'বামাচার' শব্দটি সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের 'উজানসাধনা' শব্দের সমপর্যায়ভুক্ত।

ভোগের মধ্য দিয়ে যোগের দিকে তন্ত্রের এই যাত্রা অনেকের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হলেও তন্ত্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে একেবারেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, সেকথা স্বীকার করে 'Encyclopaedia of Tantra' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, '...for spiritual pursuit, the scriptures prescribe two margas or paths— *pravrtti marga* or the path of enjoyment and nivrtti-marga or the path of detachment. The *nivrtti-marga* is a revolution against normal human feelings or tendencies. It teaches a *sadhaka* to abandon everything that is not subservient to the *sumnum bonum* of life. Accordingly, a *sadhaka* is required to fight against the lower human tendencies like lust, greed, etc. and to give up all enjoyable things related to them. This is the path taught principally by the Upanishads, the Vedantic schools and the system of yoga. The *pravrtti- marga*, on the other hand, says that a man need not

fight against the normal human tendencies, but should pursue them in such a way that at the end these feelings are divinised. Tantra follows the *pravrtti-marga…*' [১৩]
প্রামাণিক তন্ত্রগ্রন্থগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায়, সাধনার নামে যাতে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও আদর্শবিচ্যুতি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না পায়, এজন্য সেখানে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে লিখেছেন, তন্ত্রসাধনার জন্য গুরুকরণ বা তান্ত্রিক দীক্ষা অপরিহার্য এবং অসদাচারী, মূর্খ, শ্রদ্ধাহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও পরদারগামী ব্যক্তি এই দীক্ষার অযোগ্য। [১৪] 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ পঞ্চতত্ত্বের যথেচ্ছ ও অপরিমিত ভোগ তীব্র ভাষায় নিন্দিত হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়সংযমে অক্ষম ব্যক্তি মদ্যের 'অনুকল্প' রূপে দুধ, মধু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য সেবন করবেন এবং মৈথুনের পরিবর্তে শিশুর মতো শক্তির চরণে আত্মসমর্পণ করবেন। [১৫] তান্ত্রিক উপাসনায় নরনারীর দেহমিলন শাস্ত্রসম্মত হলেও পুরুষের বহুগামিতাকে সমর্থন করা হয়নি। 'প্রাণতোষিণী' গ্রন্থে একটি প্রাচীন শাস্ত্রসিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একজন কৌল সাধক পঞ্চম তত্ত্বরূপে একটি মাত্র শক্তিকেই আশ্রয় করবেন। মৈথুন তত্ত্ব প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, একমাত্র দীক্ষিতা নারীই তান্ত্রিকের সাধনসঙ্গিনী হতে পারবেন এবং উপাসনার প্রারম্ভে তাঁর যথাবিহিত অভিষেক বাঞ্ছনীয়। [১৬] তন্ত্রে ভৈরবীচক্রে উপবেশনের প্রয়োজনে স্বকীয়া নায়িকার অভাবে শৈববিবাহ বিধি অনুসারে পরদারসেবা শাস্ত্রসিদ্ধ হলেও 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, চক্রকালের অবসানের পরে সাধক আর তাঁর সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন না। [১৭]
তান্ত্রিক সাহিত্যে নারীকে কখনোই পুরুষের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির উপকরণ রূপে গণ্য করা হয়নি। 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে, তন্ত্রসাধক স্ত্রীলোককে গভীর শ্রদ্ধা করবেন। নারীমাত্রেই তাঁর কাছে দেবীবৎ অর্চনীয়া। সাধকের নিজ 'শক্তি'র প্রতিও কামভাব অতি নিন্দনীয়। [১৭] 'Encyclopaedia of Tantra' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'Tantra says that women are goddesses; they are to be worshipped, and not to be enjoyed.'[১৯] তন্ত্রমতে, উপযুক্ত গুণশালিনী নারীও গুরু হতে পারেন; 'প্রাণতোষিণী'তে বলা হয়েছে, মাতা কর্তৃক দীক্ষা সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসু। [২০] তান্ত্রিক ঐতিহ্যে, কুমারী পূজার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুলক্ষণ সম্পন্ন চণ্ডালকন্যাও কুমারী হিসেবে বরণীয়া। তন্ত্রে সাধনার প্রয়োজন ছাড়া পরস্ত্রীগমন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[২১] 'মহানির্বাণতন্ত্র' অনুসারে, বলাৎকার বা নারী ধর্ষণের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। [২২]

উপসংহার

নারীর সম্বন্ধে তন্ত্রের এই সশ্রদ্ধ ও সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নরনারীর শ্রেয়োবোধহীন অসংযত ভোগবাসনার উন্মত্ত প্রকাশ সম্পর্কে তন্ত্ররচয়িতাদের এই কঠোর মনোভাব লক্ষ করলে বুঝতে পারা যাবে, 'বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্' একশ্রেণির অধঃপতিত তান্ত্রিকের পরম পুরুষার্থ হলেও তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল উদার ও মহৎ। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের মতে, 'Sex in Tantra, is not a goal but the source of salvation. It is a path of love and not of lust.' [২৩] এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে যে- মূল্যবান মন্তব্যটি করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'তান্ত্রিক দর্শনের উদ্দেশ্য মানুষকে উন্নরি পথে নিয়া যাওয়া, প্রবৃত্তির পঙ্কে নিমজ্জিত করা নহে। গঙ্গাজলে মল ধৌত হইতে পারে; কিন্তু সেই কারণে গঙ্গাজল মাত্রকেই দূষিত বলা যায় না বা গঙ্গাজলে দোষারোপ করা যায় না।' [২৪]

সূত্রনির্দেশ-

1. Havelock Ellis, 'Sex in Relation to Society', p. 83

2. উপেন্দ্রকুমার দাস, 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা', প্রথম খণ্ড, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ— তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১০, পৃ. ৫৪-৫৫
3. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা', প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬
4. উপেন্দ্রকুমার দাস, 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা', পৃ. ৫৬৯-৫৭২
5. তত্রৈব
6. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি', প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১০১
7. তত্রৈব
8. তত্রৈব, পৃ. ১০০
9. Sadhu Santideva, 'Encyclopaedia of Tantra', Volume - 3, First Publication, India, Cosmo Publications, 1999, pp. 67-68
10. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা', পৃ. ২৩
11. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি', পৃ. ৪১
12. তত্রৈব, পৃ. ৮
13. Sadhu Santideva, 'Encyclopaedia of Tantra', Valume - 3, pp. 70-71
14. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি', পৃ. ৬৩
15. তদেব, পৃ. ১৫৫-১৫৬
16. তদেব, পৃ. ১৫৬
17. তদেব
18. তদেব, পৃ. ৩৮
19. Sadhu Santideva, 'Encyclopaedia of Tantra', Volume-3, p. 68
20. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি', পৃ. ১০১
21. তদেব, পৃ. ১০২
22. তদেব
23. Sadhu Santideva, 'Encyclopaedia of Tantra', Volume-2, First publication, India, Cosmo Publications, 1999, p. 17
24. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি', পৃ. ৪২